KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

আদিপর্বের ভারতে অপরাধ শনাক্তকরণ এবং শাস্তি : অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিতে

ঐশী সিনহা
স্নাতকোত্তর ছাত্রী , বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার মূল দায়িত্ব সমাজে অপরাধ শনাক্তকরণ এবং সমাজকে অপরাধীর থেকে রক্ষা করা। প্রাচীন ভারতে অপরাধের প্রকৃতি ও অপরাধ শনাক্তকরণের বিষয়টি প্রথম উঠে আসে ঋক বেদে, যেখানে চুরি ও ডাকাতির বারংবার উল্লেখ থেকে মনে করা যেতে পারে বৈদিক সমাজে নিঃসন্দেহেই চুরির প্রবণতা ছিল বেশি। পরবর্তীসময়ের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান (রামায়ন, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র) এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (অশোকের ৪র্থ স্তম্ভলেখ, খালিমপুর তাম্রশাসন, প্রতাপগড়ের লেখ ইত্যাদি) থেকে একাধারে অপরাধ ও অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায় যে, সমাজে অপরাধের প্রবণতা বহুপূর্বেই ছিল। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে অপরাধ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়াটি ঋক বেদের হাত ধরেই শুরু করা হল এবং প্রাচীন ভারতের এই অপরাধ ও অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠনের বিষয়টি অত্যন্ত নিগূঢ় ও বিস্তারিত হবার কারণে কেবল কৌটিল্যের কালজয়ী গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিতেই এই বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

সুচকশব্দ : অর্থশাস্ত্র, ঋক বেদ, সরমা, পণি, ধর্ম, অপরাধ শনাক্তকরণ, দণ্ড, গুপ্তচর

সমাজ তথা রাষ্ট্রের নিয়ম ও শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজন একটি সুগঠিত প্রশাসনিক ও সুসংঘবদ্ধ বিচার ব্যবস্থার। প্রসঙ্গতই অপরাধের প্রকৃতির বিচারে অপরাধের শাস্তির বিধান এবং অপরাধ শনাক্তকরণের বিষয়টি যে কতটা গুরুত্ব পূর্ণ,তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন ভারতের দুষ্কৃতি ও অপরাধসমূহের বিবেচনার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গভীর বৈদিক সাহিত্য থেকেই সমাজের নানা ধরনের অ-সামাজিক, অ-নৈতিক অপরাধ; যেমন- চুরি কিম্বা ডাকাতির উল্লেখ পাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি অপরাধীর চিহ্নিতকরণ এবং অনুসন্ধান- এই দুই বিষয়কেই অত্যন্ত সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সমাজের দুর্নীতি পরায়ণ মানুষদের “কন্টক” বলা হয়েছে এবং সমাজকে এই কন্টকদের থেকে প্রতিরোধ করাকেই কৌটিল্য অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সমাহর্তা ও নাগরিক পদে নিযুক্ত রাজকর্মচারীদের কথা বলা হয়রছে। আবার বেসামরিক এবং ফৌজদারী, উভয়প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত প্রমাণ, আইনি পদ্ধতি ও আচরণ বিধিও নির্ধারিত করা হয়েছে।

অপরাধ শনাক্তকরণে সাক্ষী ও সাক্ষ্য, এর সঙ্গে অপরাধ অনুসন্ধানকারীর প্রয়োজনীয়তাও অনেক ভাবার্থমূলক। ঋক বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ তম সূক্তে সরমা ও পণিদের সংলাপ থেকে জানা যায় পণিরা ইন্দ্রের গোরু চুরি করে রসা নদীতে লুকিয়ে রাখার খবর পেয়ে তার সন্ধানে ইন্দ্র নিজের পোষ্য কুকুরী পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও এই প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে ইন্দ্র নিজের গোরুর অনুসন্ধানে প্রথমে সুপর্ণা নামের একটি পাখিকে পাঠালে সে সহজেই পণিদের থেকে ঘুষ

নিয়ে আসল তথ্য লুকিয়ে রাখলে, পরে সরমাকে এই কাজে পাঠানো হয়। একইভাবে সরমাকেও প্রলোভন দেওয়া সত্ত্বেও সে প্রলোভিত হয়না। এইক্ষেত্রে কীভাবে অপরাধ অনুসন্ধানকারঈদের নির্লোভ ও প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়, সেই দিকটিও উদ্ভাসিত হয়েছে। পণির আসল অর্থ বণিক হলেও এক্ষেত্রে তাদের দানব হিসেবে দেখানো হয়েছে; যারা আলোর রশ্মিকে চুরি করে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে দেয়। আর সেখানেই সরমা নতুন দিনকে পুনরুদ্ধার করে আনে। যদিও এই আলোর রশ্মির প্রকৃত উল্লেখ পূর্বে (৬.২০.৪)[১1] বলা থাকলেও এখানে তা গোরু অর্থে বোঝানো হয়েছে। অর্থশাস্ত্রেও একই আঙ্গিকে অপরাধ অনুসন্ধাঙ্কারীদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও ভীতির উপর পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ওই কাজে নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গতই উল্লেখ্য, যে চারটি মুখ্য বিষয়ের ভিত্তিতে কোনো দুষ্কর্মকে অপরাধ বলে বিবেচিত করার কথা বলা হয়েছে; সেগুলি হল- ধর্ম (যা সত্যের উপর নির্ভর করে), প্রমাণ(যা সাক্ষ্য তথ্যের ভিত্তিতে), প্রথা (সর্বজনগ্রাহ্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী) এবং রাজার জারি করা আইনের ভিত্তিতে।

অপরাধী অনুসন্ধানের প্রয়োজনে ছদ্মবেশী গুপ্তচরের কথা বলা হয়েছে। এই গুপ্তচরদের গুপ্তচিহ্ন, জাদুবিদ্যা, ভ্রম তৈরির কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। পূর্বে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে বন্দী কয়েদি; আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে যার কোন আবেগ-অনুভূতি নেই কিংবা কোনো সপ্রতিভ উচ্চজাতি মর্যাদা সম্পন্ন বিধবা অথবা যাযাবর কোনো সাহসী পুরুষকে গুপ্তচর হিসেবে মনোনীত করা হতো (১.১১.১৯)[২]। বিশেষত গৃহস্থালীর কাজে এই ধরনের মহিলাদের এবং কোনো তীর্থস্থানে ও দেশের বাইরে অন্যের ছাতা, জুতো, যানবাহন বা অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেখাশোনার কাজে নিয়োগ করা হতো এই ধরনের পুরুষদের, যাতে তারা জনসমাগমের মধ্যে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারে (১.১২.২২)[৩]। চুরি, ডাকাতি, কারিগর-ব্যবসায়ী ও বণিকদের অসাধু কাজ, কোনো ব্যক্তির উপর শারিরিক নির্যাতন, হত্যা কিংবা কোনো ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি এই জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তি, সন্দেহজনক বস্তু বা কোনো ব্যক্তির অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে তদন্তের বিষয়টিকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে (৪.৮.৫-৬)[৪]। যদি কোনো ব্যক্তির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো সম্পত্তি ক্রমশ হ্রাস পায় বা কোনো ব্যক্তি যদি নিজ জাতি, জন্ম পরিচয়, বাসস্থান, পেশা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে কিংবা কেউ যদি মাদক দ্রব্য, মাংস, সুগন্ধি দ্রব্য ও বিলাসবহুল দ্রব্যাদির প্রতি বেশি আসক্ত হয় অথবা কেউ যদি অন্যায্যভাবে কোনো বস্তুর বিক্রয় করে, যদি কেউ বহির্দেশের কারোর থেকে গোপণভাবে অর্থ উপার্জন করে বা উৎকোচ গ্রহণ করে তবে এই সকল ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি সন্দেহভাজন বলে বিবেচিত হবে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে তিন রাতের বেশি আটক করে রাখা যাবেনা, যদি তার অপরাধ উপযুক্ত সাক্ষ্যের সাথে ধরা পড়ে। এছাড়াও কোনো সন্দেহজনক বস্তু অন্যের কাছ থেকে উদ্ধার করা গেলে, তা সম্পর্কে সর্বপ্রথম ওই অঞ্চলের বণিকদের ওয়াকিবহাল করার কথা বলা হয়েছে। এরপর চুরির জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর যদি তার বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত হত তবে সে মুক্তি পাবে নচেৎ অপরাধের স্বীকারোক্তির জন্য তাকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে অপরাধ কবুল করে থাকে তবে তার বয়ানের সাথে উপযুক্ত প্রমাণের বিবেচনাও করা হবে (৪.৮.১-৪,৯-১৩)[৫]। অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে সাক্ষীর বয়ানের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবিষয়ে অপরাধের সময়, ঘটনাস্থল এবং অপরাধীর জানতে সাক্ষীর বয়ানের উপর বিশ্বাস করা হলেও ভুয়ো তথ্য জোগানোতে তাকে জরিমানা দেবার কথাটিও জানান হয়েছে (৪.৭.৯-২২)[৬]। এছাড়াও কোনো ব্যক্তির অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতেও তদন্তের কথা বলা হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। যেমন, কেউ যদি নিজ ঘরের মুখ্য প্রবেশ পথের বদলে অন্য কোনো পথে ঘরে প্রবেশ করে, কেউ যদি জনমানব শূন্য স্থানে প্রত্যহ ভ্রমণ করে অথবা কারর স্ত্রি যদি অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় তবে সেই বাড়িতে তদন্ত করা হবে। কোনো স্থানে চুরি বা ডাকাতির বার্তা পাওয়ার সাথে সাথেই স্থানিক ওই স্থানে পৌঁছে ঘটনাস্থলটি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। কোনো

বাড়িতে চুরির ব্যাপারে সেই বাড়ির ভৃত্য বা এমন কোনো সদস্য যে জুয়া খেলায় নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে তার উপর নজর রাখার ব্যবস্থা হবে। কোনো বাড়িতে যদি সিঁধ কেটে চুরি হয়ে থাকে তবে ধরতে হবে বাড়ির অভ্যন্তরেই কেউ এই কাজে লিপ্ত। সেক্ষেত্রে যদি কেউ সেই মুহূর্তে নিদ্রায় থাকে, কেউ যদি সদ্য স্নান করে থাকে কিংবা কারোর পোশাকে যদি ধুলো বা মাটি লেগে থাকে তবে সে সর্বপ্রথমে সন্দেহের আওতায় পড়বে। ধর্ষন বা অপহরণের মতো বিষয়গুলিতে ধর্ষিতা বা অপহৃতা নারীর বক্তব্যকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। এইক্ষেত্রে পতিতা নারীকেও তার সম্মতি ছাড়া ভোগ করাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। কোনো পতিতা নারীকে ধর্ষনের জন্য ১২ পণ জরিমানা, কোনো যুবতী নারীকে ধর্ষনের জন্য মধ্যমা ও তর্জনী কেটে ফেলার আর বয়ঃসন্ধির পূর্বে কোনো মেয়ে ধর্ষনের জন্য ধর্ষকের হাত কেটে ফেলার শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে (৩.২০.১৬, ৪.১৩.৩৮, ৪.১২.১-৭)[৭]। এমনকি ক্রীতদাসী যদি তার প্রভুর দ্বারা ধর্ষিতা হয় তবে ধর্ষককে জরিমানা দিতে হবে (৩.১৩.৯-১২)[৮]। কোনো নারীর ধর্ষনে অভিযুক্ত পুরুষের প্রতি ও অপহৃতা নারীদের খোঁজে বিশেষ নজরদারির জন্য ভ্রাম্যমাণ তপস্বীর বেশে গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। নকল স্বাক্ষর ও দলিল করে সাধারাণ লোককে ঠকিয়ে সম্পত্তি লুটের জন্য কৌটিল্য এই সব বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য রাজলেখককে ভাষা ও ব্যকরণে অভিজ্ঞ হবার কথা জানিয়েছেন। অপমৃত্যুর কারণ হিসেবে তিনটি পদ্ধতিকে সামনে রাখা হয়েছে; শ্বাস রুদ্ধ হয়ে, শারীরিক আঘাতজনিত কারণে আর বিষের প্রভাবে কোনো ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে আবার দুই ধরনের তদন্তের কথা উঠে এসেছে। যার মধ্যে একটি হল মৃত্যুটি হত্যা নাকি দুর্ঘটনা – তার বিবেচনার জন্য তদন্ত এবং অন্যটি হল শনাক্তপকরণের জন্য তদন্ত।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে ময়না তদন্তের দ্বারা মৃত্যুর কারণ শনাক্তকরণের পদ্ধতি সেই সময়ে না থাকলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে অর্থশাস্ত্রের "আশুমৃতক পরীক্ষা" নামক অধ্যায়টিতে। কোনো মৃত ব্যক্তির পাকস্থলী বায়ুপূর্ণ অবস্থায় স্ফীত হয়ে থাকা, বিস্ফারিত চক্ষু, হাতে ও পায়ে ঘাম, গলায় দাগ দেখে মানুষটিকে শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে বা এই সকল লক্ষণের পাশাপাশি চোখের মণি নীচের দিকে থাকে, ঊরুর মাংসপেশি যদি সংকুচিত হয়ে থাকে তবে মানুষটিকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে বোঝা যাবে। মৃত ব্যক্তির হাত এবং পায়ের চেটোর সাথে পাকস্থলী যদি স্ফীত হয়ে থাকে তবে তাকে শূলে চড়িয়ে মারা হয়েছে। জলে ডুবিয়ে মারা হলে মৃত ব্যক্তির চোখ কঠিন ও পেট ফুলে থাকবে এবং জিহ্বা দাঁতের দ্বারা চাপা থাকবে। শরীরে যদি একাধিক ক্ষতের সাথে কোনো অঙ্গ ভেঙ্গে গিয়ে থেকে তবে তাকে লাঠী বা বড়ো পাথরের আঘাতে নিহত করা হয়েছে আর সদি মৃতের শরীর রক্তাক্ত হয়ে ও মাথা ফেটে গিয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহেই তাকে উঁচু কোনো স্থান থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে বলেই মনে করা হবে। বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃতের শরীরে কালচে ভাব, মুখে ফেনা কাটা, চামড়া ঝুলে যাওয়া কিংবা শরীরে দংশনের বা আচঁড় কাটার চিহ্ন আছে কিনা,- এই সকল বিষয়গুলি খেয়াল করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি অত্যধিক বমি ও খিঁচুনির কারণে মারা যায় তবে তার মৃত্যুর আগে গৃহীত খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ পাখিকে খাইয়ে খাবারের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হবে (৪.৭.৬-৯)[৯]। অবশ্য যদি কেউ ক্রোধের কারণে বা কৃত কর্মের অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেছে বলে প্রমাণিত হয় তবে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে না। কিন্তু যদি তাকে হত্যা করা হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে সন্দেহের ভিত্তিতেই প্রথমে তদন্ত করা হবে। যেমন, মৃত ব্যক্তির দ্বারা কখনো তার ভৃত্য অপমানিত বা নির্যাতিত হয়েছিল কিনা, মৃত ব্যক্তির স্ত্রি অন্য পুরুষের প্রেমে আসক্ত কিনা অথবা ধনসম্পত্তির লোভে তাকে কেউ হত্যা করেছে কিনা, এই সকল বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে হবে। এছাড়াও প্রতিহিংসা বশত, অন্যের থেকে সুপারি নিয়ে হত্যা করা হয়ে থাকলে তার হত্যার পিছনের কারণ অনুসন্ধান করতে সবার আগে মৃত ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (৪.৭.১৪, ১৫, ১৭, ১৮)[১০]। অপরিচিত কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার পরিধানের বস্ত্র, অলংকারগুলির ভিত্তিতে তার পরিচয় উদ্ধার করে তাকে হত্যার পিছনের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

যাবতীয় অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। যেমন, চুরির জন্য দ্রব্যের মূল্যের ভিত্তিতে জরিমানা ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। তীর্থস্থানে চুরির জন্য ধৃতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ঋক বেদে চুরির জন্য দৈহিক শাস্তির বিধান আছে কিন্তু সেখানেই অর্থশাস্ত্রে দৈহিক ও আর্থিক দুই ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য কারোর গবাদি পশু, বাড়ি, জমি চুরির জন্য সরাসরি মৃত্যুদণ্ডকে ধার্য করেছেন, যেভাবে ঋক বেদেও সরমা পণিদের ইন্দ্রের কাছে পরাজয়ের ও ইন্দ্রের বাণে আক্রান্ত হবার ভয় দেখিয়েছেন।

সর্বোপরি অর্থশাস্ত্রে সকল আইনের মুল উৎস হিসেবে ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে, তাই ধর্মের প্রতিপালককে 'ধর্মষ্ঠ' বলা হয়েছে। সকল আর্যকে নিজের ধর্ম পালন করতে হবে, রাজাকে পালন করতে হবে রাজধর্ম, তবেই সমাজে আইন বহাল থাকবে বলে বলেছেন কৌটিল্য। অপরাধ অনুযায়ী তার যথোচিত দণ্ডনীতিতে রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থাতে সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় থাকে আবার দণ্ডের ভয়ে অনেক মানুষ নিজের অন্যায় মনোভাবকে সংযম করতে শেখে। মূলত ধর্মের ভিত্তিতে দণ্ডের বিধান দিলেও বেশকিছু দণ্ডের বিধান নীতিগত দিক থেকেও দেওয়া হয়েছে। একইসাথে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশাপাশি নির্দোষ পশুর হত্যার জন্যও অপরাধীকে এই দণ্ডনীতির আওতায় আনা হয়েছে। প্রদেষ্টা পদে নিযুক্ত কর্মচারীরা প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় কার্যের পাশাপাশিই অপরাধী তদন্ত ও রাজস্ব আদায়ের বিষয়গুলিতেও দৃষ্টি দিতেন। আবার অপরাধ শনাক্তকরণের জন্য কৌটিল্য যখন অপরাধীকেই এই কাজে নিয়োগের কথা বলেছেন; যেভাবে "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হয়" সেই পদ্ধতিতে তখন এর আসল উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে সহজে শনাক্ত করতে পূর্ব অভিজ্ঞ অপরাধীকে ব্যবহার করা।

তথ্যসূত্রঃ

১. ঋক বেদ সংহিতা, (৮ ম অষ্টক), রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতাঃ বেঙ্গল গর্ভমেন্ট, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৬০৮-১৬০৯

২. Olivelle, Patrick. King, Governance and Law in Ancient India. Oxford University Press, 2013.

৩. Ibid, p-79

8. Kautilya. The Arthashastra. Edited and translated by L.N. Rangarajan, Penguin Books India, 11 Community Centre, Panchsheel Park, New Delhi, 1992, p. 462.

৫. Ibid, p-463

৬. Ibid, p-466

৭. Ibid, p-68

৮. Ibid, p-449

৯. Ibid, p-465

১০. Ibid, p-461